ইত্তেফাক - ০৫/০২/২০১২
রবিবার

বোরো ধানের পরিচর্যা

• মোঃ আবদুর রহমান •

উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের সঠিক পরিচর্যার উপর এর ফলন অনেকখানি নির্ভর করে। অধিক ফলন পেতে সময়মত সার উপরি প্রয়োগ ও আগাছা দমনসহ প্রয়োজনমত পানি সেচ দিতে হবে।

আগাছা দমন: আগাছা ফসলের মারাত্মক শত্রু। আগাছা ফসলের খাদ্যে ভাগ বসায় ও পোকার আশ্রয় স্থল হিসেবে কাজ করে। সাধারণত বোরো ধানের বেলায় চারা লাগানো হতে ৪০-৫০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। সারিতে রোপণ করা ক্ষেতে নিড়ানী যন্ত্র ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যাবে। তবে দুই গুছির ফাঁকে যে সব ঘাস থাকবে তা হাত দিয়ে টেনে তুলতে হবে।

উপরি সার প্রয়োগ: এ মৌসুমে ধান গাছে বেশি সার দিতে হয়। তাই পরিমাণ এবং সময়মত ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হয়। জাতভেদে সারের মাত্রা কম-বেশি হয়ে থাকে। বি.আর-১ (চান্দিনা), পূর্বাচী, বি.আর-৬, ব্রিধান-২৮, ব্রিধান-৩৬, ব্রিধান-৪৫ জাতের বেলায় চারা রোপণের ১৫ দিন পর হেক্টরপ্রতি ৭৫ কেজি ইউরিয়া প্রথম, ৩০ দিন পর হেক্টরপ্রতি ৭৫ কেজি ইউরিয়া দ্বিতীয় এবং ৫০ দিন পর ৭০ কেজি ইউরিয়া তৃতীয় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। বি.আর-৩ (বিপ্লব), বি.আর-৮ (আশা), বি.আর-৯ (সুফলা), বি.আর-১২ (ময়না), বি.আর-১৪ (গাজী), বি.আর-১৫ (মোহিনী), ব্রিধান-২৯, ব্রিধান-৩৫, ব্রিধান-৪৭ এবং ব্রিধান-৫০ -এর জন্য চারা রোপণের ১৫ দিন পর প্রথম, ৩৫ দিন পর দ্বিতীয় এবং ৫৫ দিন পর তৃতীয় কিস্তিতে হেক্টরপ্রতি ৯০ কেজি ইউরিয়া সার প্রতি কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষেতে পানি থাকলে তা বের করে তারপর সার ছিটাতে হবে। সার মাটির সাথে নিড়ানী যন্ত্র বা হাত দিয়ে মিশিয়ে দেয়া ভাল। এতে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে এবং মাটিতে দূষিত গ্যাস থাকলে তা বের হয়ে যাবে। সার প্রয়োগের ২/৩ দিন পর পুনরায় ক্ষেতে পানি দিতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা: বোরো মৌসুমে ধান গাছের সারা জীবনকালে মোট ১২০ সে.মি. পানির প্রয়োজন। তবে কাইচ থোড় আসার সময় থেকে ধানের দুধ হওয়া পর্যন্ত বেশি পানির দরকার পড়ে। ধান গাছের অবস্থা বা সময় অনুসারে পানির পরিমাণ উল্লেখ করা হল। চারা রোপণের সময় ২ থেকে ৩ সে.মি.। চারা রোপণ থেকে পরবর্তী ১০ দিন পর্যন্ত ৩ থেকে ৫ সে.মি.। চারা রোপণের ১১ দিন থেকে থোড় আসা পর্যন্ত ২ থেকে ৩ সে.মি.। কাইচ থোড় থেকে ফুল আসা পর্যন্ত ৫ থেকে ১০ সে.মি.। ধান কাটার ১০ থেকে ১২ দিন আগে জমির পানি পর্যায়ক্রমে বের করে দিতে হবে। এছাড়া ক্ষেত থেকে মাঝে মাঝে পানি বের করে দিয়ে জমি শুকিয়ে নিতে হয়। এতে মাটিতে জমে থাকা দূষিত বাতাস বের হয়ে যাবে এবং চারাগুলো মাটির জৈব পদার্থ থেকে সহজে খাবার গ্রহণ করতে পারবে। তবে জমির মাটি যেন চুল ধরনের ফেটে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।